182.Rc.951.2.

লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. 440
Date. [illegible]
CALCUTTA

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ,
নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন,
কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

182. Ec. 951. 2

ভাদ্র ১৩৫৮
গ্রন্থাগার-সপ্তাহ উপলক্ষে পুস্তিকা-আকারে মুদ্রিত

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা

মূল্য দুই আনা

SHELF LISTED

লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্ধুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা-সংগ্রহই হোক, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক-সংগ্রহই হোক, সেই সংগ্রহবায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে— সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় এ কথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা ক'রে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার-তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু রকমের আধার —এক অভিধান, আর-এক সাহিত্য। [illegible] দেখলে দেখা

NATIONAL LIBRARY
No. 440
Date
CALCUTTA

যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশি ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি এ কথা মানতেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে-চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি ব'লে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই,

পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য— সেই হল বড়ো লাইব্রেরি— আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তা হলে বোঝা যাবে, লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হলে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেইজন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যতঃ ভাণ্ডার ; ছোটো ছোটো লাইব্রেরি ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, শেল্‌ফ-ভর্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার

যোগ্য ; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।

মনে করো কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্তভাবে নির্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তা হলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই-সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার জমে উঠে লাইব্রেরিব স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে-কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে। বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ-সভ্য-রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ-স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ, তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন— তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই

প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরির উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে-কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে যদি লাইব্রেরি-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয় তবে সেই লাইব্রেরিগুলিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ- সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।

১৩৩৫

44085.12.51.

182.Rc.
951.2.

National Library.
Calcutta.

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই গ্রন্থমালার জন্য বিশ্বভারতী জাতীয় অভিনন্দন লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। —যুগান্তর

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বভারতী বাংলাদেশে সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। —দেশ

অল্প কথায় অনেক কথা ব'লে নীরসকে অমৃত করা হয়েছে, এমন গ্রন্থ পেতে হলে এই সিরিজের দিকে তাকাতে হয়। —পূর্বাশা

আমাদের ইস্কুল-কলেজের ভ্রমাত্মক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধক রূপে এ ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো। —কবিতা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-নামক যে গ্রন্থমালার আয়োজন করিয়াছেন তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা নিশ্চিতই জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা বিষয় ও লেখক -নির্বাচনে, মুদ্রণের পারিপাট্যে, মলাটের সৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পরিচয় দেয় বাংলাদেশে তা অভূতপূর্ব। —পরিচয়

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে ৯০খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে

পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে

প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা সজীব প্রাণী হয়েও বহু যুগ ধরে জড়ভাবাপন্ন হয়ে আছি। বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত এই গ্রন্থমালা তরুণদের প্রাণে নবজীবনের সাড়া উদ্বুদ্ধ করুক। —**প্রবাসী**

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে। পাঠ্যগ্রন্থের অল্প পরিসর গণ্ডির ভিতর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সরল ভাবে সন্নিবিষ্ট করা দুরূহ সন্দেহ নেই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরিচালনায় মনীষী পণ্ডিতগণের সহায়তায় এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠবে। —**পরিচয়**

Here is conversation without jabber, erudition without pedanticism, the specialist without his brogue, the scientist without his equations and calculuses. The volumes of this series, for which we are indebted to Poet Rabindranath Tagore, are elaborately designed. . . *Lokasiksha* or Folk Education books, look something like a university extension course to the average Bengali-knowing reader whose inability to step inside the halls of rich English libraries or whose lack of mastery of a European language slams the door of modern knowledge against him. Now he need not go hungry and ashamed. —**Hindusthan Standard**

এ পর্যন্ত লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালায় ১৪খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে

পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে

গ্রন্থভেদে মূল্য স্বতন্ত্র

National Library
Calcutta.